নির্বাচিত কবিতা ॥ দেবজ্যোতি রায়

গুলিবিদ্ধ

খড়কুটো ঠোঁটে নিয়ে যে পাখিটি গুলিবিদ্ধ
পড়ে আছে হ্রদের কিনারে
বহু বছরের যোগসূত্রে তুমি তাকে চেনো
তোমারই বুকের মধ্যে তার ভাঙা বাসা
কান্না, কলরব।

এয়ারগানের শব্দ পাখির ডানার সঙ্গে
জুড়ে দিল তোমার শরীর, পাঁজরের হাড়
নিশ্চল সময়।

দূর হ্যাজাকের আলো খুঁজেছে ঠিকানা
বরফ চাদরে ঢাকা মৃতের খাটিয়া
খুঁজেছে ঠিকানা

শীতের কুয়াশা স্তব্ধ বাড়িটিকে
ভুতুড়ে সন্ধ্যার দিকে কিছু দূর টেনে নিয়ে যায়

সৌন্দর্য

এলোমেলো শৃঙ্খলায়
পাহাড়ি নদীর ঢঙে
সৌন্দর্য শুয়েছে পাশ ফিরে

দূরে ফুল ঝরে পড়ছে
শান্ত প্রার্থনায়

একটি সুগন্ধ, স্মারকের মতো
হাওয়া তাকে গ্রহণ করেছে

রৌদ্রদগ্ধ পথে আগামীর ছায়া
অথবা আগামী বলে কিছু নেই

শুধু, সৌন্দর্য শুয়েছে পাশ ফিরে

ফতেমার ছেলে

ফতেমা এখানে ছিল।

ফতেমা এখানে নেই।

শূন্যস্থানে শুয়ে আছে ফতেমার ছেলে
পাঁচ বছরের
হাতের মুঠোয় তার শাড়ির হলুদ প্রান্ত
হাতের মুঠোয় রক্তমাখা রোদ

ফতেমা এখানে ছিল।
হাসপাতালের খাট, ধূসর চাদর
ডুমো মাছি কৃষ্ণবর্ণ, জলের বোতল
সবই ছিল।
স্যাঁতসেঁতে মেঝে ও দেয়ালে
ফতেমার স্মৃতি খোঁজে
পিঁপড়ের সারি

ফতেমার ছায়া ওড়ে কাকের ডানায়
ফতেমার ছায়া চাটে বাদুড়ের ঠোঁট

ফতেমার ছেলে হতবুদ্ধি বসে থাকে
বাবলা গাছের নীচে
আমার হাড়ের মধ্যে বাঁশি হয়ে বাজে তার
করুণ নিশ্বাস।